

প্রতিধ্বনি the Echo

A journal of Humanities & Social Science
Chief Editor: Bishwajit Bhattacharjee
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রান্তিক অঞ্চলের নারীরা মাম্পী বৈদ্য

গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Abstract

Tapan Bandyopadhyaya is one of the most contemporary authors of today's crucial period. He has been writing unlimited poems, stories, novels, suspense stories, detective stories etc. 'Taand Bangla' got particular space in his writings. 'Taand Bangla' has been neglected for a long period of time in Bengali literary composition. Although 'Taand Bangla' is incomparable not only for its geographical position but also for its social, political, economical even the study of living of these people reveals that they are independent from others in Bengal. the plot has chosen by the author is Medinipur which is a district hearby West Bengal adjoin with Orissa, Bihar, and Jharkhand. as a fusion of these three states. 'Taand Bangla' is unfertile with forests and red soil which has been being the habitat for saotal, Munda, Shaabar, Lodha, Khedia etc. undoubtedly, the scenario of recent Indian village life has reflected in 'Taand Bangla'r Upakkhayan' (2000), 'Taand Bangla'r Rupakkhayan, (2003) 'Taand Bangla'r Ritikatha' (2005)

During the last two decades of 20th century i.e, the time period of 'Taand Bangla' there has been revolutionary changes due to profuse Land reforming and changed panchayet system in dictatorship which led to end of landlordship with the arrival of party system.

In modern era, women are equally & participating in social, political, economical issues which in a sign of a developed country. But before this, women were being exploited and pushed back in every field, more precisely, and day to day life duties.

But with the changing of time and growing society although women from High and Royel class are enjoying a few facilities but the women from Lower class have always been neglected and exploited in every field. It has been seen that women from schedule cast and schedule tribe are representing the today's society after the three tier Panchayet Election, 1992. In accordance with this, Tapan Bandyopadhyaya successful enough to cite the role and position of lower class women in political, social, economical and in panchayet to municipality in front of the reader group.

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় -য ভা-ব মানুষ-ক ঘি-র কাহিনি গ-ড় তু-ল-ছন তার -পছ-ন আ-ছ -লখ-কর জীব-নর ইতিহাস। প্রশাসনিক কাজের সূত্রেই তিনি নানা -জলায় গ্রামীণ মানুষ-দর সমাজ, সংস্কৃতি-ক বু-ঝ উঠার এই সু-যোগ -প-য়ছি-লন। 'টাড়বাংলার উপাখ্যান' (২০০০), 'টাড়বাংলার রূপাখ্যান' (২০০৩), 'টাড়বাংলার

রীতিকথা' (২০০৫) ট্রিলজি তারই অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল।

টাড়বাংলা দীর্ঘদিন ধ-র অব-হলিত ছিল বাংলা কথাসাহিত্যে অথচ বৈচিত্রের দিক থেকে টাড়ভূমি তুলনারহিত। শুধুমাত্র এর ভৌগলিক অবস্থান নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তথা সমগ্র মানুষজ-নর জীবন-যাপন চর্চা বাংলার অন্যান্য

অঞ্চলের থেকে স্বতন্ত্র। লেখকের বেছে নেওয়া পটভূমি হল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা মেদিনীপুর। এই জেলার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে উড়িষ্যা, বিহার ও ঝাড়খন্ড। তিনটি প্র-দ-শর মিলনভূমি এই টাড়াবাংলা জঙ্গল আর লালমাটির ছোঁয়ায় বেশ রক্ষা। সাঁত্তাল-মুন্ডা-শবর-লাধা-খড়িয়া প্রভৃতি আদিম জন-গাষ্ঠীর বসবাস এই -জলা-তই। বলাবাহুল্য, ‘টাড়াবাংলার উপাখ্যান’, ‘টাড়াবাংলার রূপাখ্যান’ ‘টাড়াবাংলার রীতিকথা’-এই তিনটি উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিককালের গ্রামীণ চালচ্চিত্র। গ্রামীণ ভারতবর্ষ।

টাড়াবাংলার ট্রিলজির সময়কাল বিশ শতকের শেষ দুই দশক পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘট-গ-ছ। ব্যাপকহারে ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তন-র ফ-ল গ্রা-ম -শাষ-কর -চহারাটাই -গ-ছ বদ-লাজমিদা-রর প্রতাপ আর -নই। জমিদারত-ন্ত্রর জায়গায় এ-স-ছ পাটিতন্ত্র। লক্ষণীয় -য, উপন্যাসত্রয়ীতে বর্ণিত পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় গ্রামের নারী সমা-জর ক্ষমতায়ন ও রাজনীতি-ত তা-দর বেশিমাাত্রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ স্পষ্ট রূ-প -দখান হ-য়-ছ। এই তিনটি উপন্যাস-র সময়কালটি -লখক নি-জই ব-ল-ছন-

“প্রথমখ-ন্ড আ-ছ আশির দশ-কর -গাড়ার দি-কর গ্রামবাংলার জীবনযাপন। দ্বিতীয়খ-ন্ড আ-ছ আশির দশ-কর মাঝামাঝি -থ-ক নব্বই-য়র দশ-কর মাঝামাঝি সম-য়র গ্রামবাংলা। তৃতীয়খ-ন্ড আ-ছ নব্বই দশ-কর মাঝামাঝি -থ-ক গত সাত-আট বছ-রর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় গ্রামের নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে তাদের বেশিমাাত্রায়

সক্রিয় অংশ গ্রহণের ইতিহাস।”^১

এ রা-জ্যর গ্রামবাংলার এক তৃতীয়াংশ রাজ্যপাট সামলা-নার ভার এখন মহিলা-দর হা-ত, ফ-ল রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রশাসনেও এখন উল্লেখযোগ্য পালাবদল।

আজ-কর হাই-ট-কর যু-গ নারীরা ঘ-র বাই-র সমানতা-ল এগি-য় চ-ল-ছন-এমন নারীবাদী কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসলেও প্রকৃত চিত্রটা কি তাই। মহিলাদের একাংশ আলোকবৃত্তের মধ্যে এলেও ছায়াবৃত্তের উল্টোদিকে এক বৃহৎ অংশের বঞ্চনার -য কাহিনি র-য়-ছ তা আমরা অস্বীকার কর-ত পারিনা। ইতিহা-সর নিরি-খ -দখায় নারী মাতৃতান্ত্রিক

সমাজ ব্যবস্থায় পুরু-ষর সমান ছিল। ধর্ম উৎপাদন ও বন্টন-ক -কন্দ্র ক-র এক সময় নারী তার এই মর্যাদা হারায়। চ-ল যায় স্বাধীন আ-লাকিত জগ-তর অপরপৃ-ষ্ঠ। শৃঙ্খলিত হয় নারীর স্বাধীনতা। পুরু-ষর হা-ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়ি-য় শ্রমবিভাজনের রূপটি লিঙ্গভিত্তিক হয়ে যায়। পুরু-ষরা -নয় বাই-রর জগ-তর উৎপাদনমুখি ভূমিকা আর -ম-য়রা তার পরিপূরক হিসা-ব -পল প্রজননমুখি ভূমিকা। সন্তান পালন, পরিচর্যা ও দৈনন্দিন সংসার জীব-নর ভারবহন। এই হল নারীর সামাজিক ভূমিকা। কিন্তু, -লখক ‘টাড়াবাংলার উপাখ্যান’, ‘টাড়াবাংলার রূপাখ্যান’, ‘টাড়াবাংলার রীতিকথা’ উপন্যাসত্রয়ীতে একটি বিশেষ সময়ের পটভূমিকায় সমসাময়িক সমাজ-পরি-বশ, আচার-আচরণ-সংস্কার, বিচার-বুদ্ধি পুঞ্জনাপুঞ্জতা-ব বি-শ্লষণ ক-র -দখি-য়-ছন -কাথায় -ম-য়-দর আসন এবং -কাথায় তা-দর আসল পরিসর।

জহরলাল -ন-হর একসময় ব-লছি-লন-

“You can tell the condition of a nation by looking at the status of its women.”^২

অর্থাৎ, তুমি একটি জাতির অবস্থা বল-ত পা-রা -সই জাতির নারীর অবস্থা -দ-খামূলত: -লখা তপন ব-ন্দ্যাপাধ্যায় টাড়াবাংলার ম-তা অব-হলিত স্ত্র-নর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-ক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন পাঠক সমা-জর কা-ছাতিনি নি-জই ব-ল-ছন-

“নারী সমা-জর ভাগ্য জয় করার ইতিহাস খুব মসৃণ নয়, তা ঝাঁরাই ইদানিংকার গ্রামবাংলা সম্প-ক অবহিত তাঁরা

ওয়াকিবহালা।”^৩

উপন্যাসত্রয়ীতে দেখতে পাই নারীরা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের আর্থিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নি-য় স্বপ্ন -দ-খ সমা-জ প্রতিষ্ঠার। এমনকী, সমা-জ কল্যাণ সাধ-নর সা-থ সা-থ নিজস্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই-য় তারা আত্মাহুতি দি-তও প্রস্তুত।

উনিশ শত-ক নারী স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার আ-য়াজন শুরু হয় এবং বিশ শত-ক নারী পায় ভিন্নমাত্রা। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-ত এগি-য় এল নারী। এতদিন জায়া ও জননী হি-স-ব পরিচিতা

নারী বর্তমান দীর্ঘকালের সংস্কারের নিগড় -ভঙ্গে
-যত উদগ্রীব-সর্বক্ষেত্রে সমপর্যায়ের অধিকারে পাশে
দাঁড়া-ত ইচ্ছুক-সক্ষম।

উপন্যাসত্রয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র দোপাটির
জীবন খুবই ঘটনাবহুল। প্রথম জীবন তার এক
সম্পর্কিত দাদার সঙ্গে সহবাসে সে অন্তঃসত্তা হয়ে
পড়ো-সেই লজ্জা লুকোনোর জন্য তার বাবা তাকে
বি-য় দি-য় -দয় এক অতি-প্রী-টর
সঙ্গে-সেখা-ন, দশবছর অসুখী, অপুত্রক বাস করার
পর -স তার -চ-য় বয়-স দুবছ-রর -ছাট অর্জুন
দাসের সঙ্গে পালিয়ে আসে ষড়রঙের শ্যামের চক
গ্রা-মা-ত-ব,-দাপাটি সাধারণ নারী নয়, ক্রমে সে বুদ্ধির
জোরে ছিঁক্কারে লজ্জা কাটিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব
পরিসর অর্জন ক-র নি-ত থা-ক সমাজ-
রাজনীতি-তাপ-র তা-দরই উন্নতির সিঁড়ি হিসাব
ব্যবহার ক-র গ্রাম প্রধান নির্বাচিত হয়। কিন্তু, নারীর
হা-ত ক্ষমতা যাওয়া মা-ন পুরুষতান্ত্রিক সমা-জ তার
প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্নতর, তার লড়াই তখন থেকেই
শুরু।

উপন্যাস (টাড়বাংলার রূপাখ্যান) -দখ-ত
পাই,রা-তর অন্ধকা-র -দাপাটি দ-লর হ-য় পাট
জমির ধান কাট-ত গি-য় -স দু-র্যধন কর্তৃক ধর্ষিতা
হয়। পুলি-শর ভ-য় -দাপাটির দ-লর -কউ -নই
তখন।

“-দাপাটি -দখল তার চরিত্র-র তখন তা-দর
বহুমানুষ তারাসব -দাপাটির -হ-নস্থা -দ-খ
হাস-ছা-কিছুদু-র দাঁড়ি-য় ক’জন পুলি-শ।
তারাও নীরব দর্শক। -দাপাটি বিস্মারিত
-চা-খ -দখছিল সমস্ত পৃথিবী ইতিহাস
পুনরাবৃত্তি করে দেখছে এয়ু-গর -দাপাটির
-দ্রীপদী হওয়া।”^৪

তারপর -থ-ক ধু-লামাটি মাখা এ-লাচুল বাঁ-ধনি
-দাপাটি।-সও এয়ু-গর -দ্রীপদী হ-য় ব-ল-ছ এই
অপমা-নর প্রতি-শাধ না -নওয়া পর্যন্ত এ-লাচুল -স
বাঁধ-ব না। পুলি-শর মা-রর -চা-ট দু-র্যধন-র উরু
-ভ-ঙ যায়। আমৃত্যু খুড়ি-য় হা-ট -স।

পরবর্তী-ত -দখি, পঞ্চায়েতের প্রধান
হওয়ার পর তার লড়াই হ-য় ও-ঠ আ-রা তীর।
পুরুষসমাজের পক্ষে একজন নারীকে গ্রামপঞ্চায়েতের
প্রধান হি-স-ব -ম-ন -নওয়া খুব সহজ কাজ
নয়। তাই, তৃতীয়খন্ড ‘টাড়বাংলার রীতিকথা’-ত -দখ-ত
পাই পরস্পর বি-রাধী দুই রাজনৈতিক দ-লর
সংঘাতই শুধু নয়, একই দ-লর -গাষ্ঠীদ্বন্দ্ব, -নতায়

-নতায় সংঘাতও মারাত্মক আকার ধারণ
করে। ষড়রং থানার রাসুলডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত শাসক
প-ক্ষর সমাজ সহ-জ -ম-ন নি-ত পা-রনা নারীর
শাসনা। অথচ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী এখন
এক তৃতীয়াংশ আসন নারী-দর জনা
সংরক্ষিত। শাসকদ-লর বর্ষীয়ান -নতা ভীমদাস ও
পূর্বতন গ্রাম প্রধান নকুলবেরার সঙ্গে দোপাটি ও
তার রাজনৈতিক অভিভাবক পঞ্চায়েত সমিতির
সভাপতি পান্ডব দন্দুপা-টর লড়াই আদালত পর্যন্ত
চ-ল-গ-ছ বারবার। অবশ্য -শষ পর্যন্ত জয় হ-য়-ছ
দোপাটির। পঞ্চায়েত ভোটে দুর্ঘোষন বরকে হারিয়েছে
সর বিজয় মিছ-ল যাওয়ার সময় ভ্যান রিকশায়
দাঁড়িয়ে এতোদিনের এলোচুল গুছিয়ে
-বাঁ-ধ-ছা-নি-জ-ক তার একজন -দ্রীপদী ম-ন
হ-য়-ছ, -য কিনা প্রতি-শাধ নি-ত -প-র-ছ তার
অপমা-নর এবং -শষ পর্যন্ত রা-তর অন্ধকা-র
পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফেরা সময় দুর্ঘোষনের হাত
-থ-ক নি-জ-ক বাঁচা-ত -ক-লঘাই এর বাঁধ -থ-ক
পক্ষ দুর্ঘোষনকে টেনে ফেলে দেয় জোয়ার ভরা
নদী-ত। দু-র্যধন হত্যার -কানও সাক্ষীই থা-কনা।

-লখ-কর ম-ত রাজনীতি এক জটিল
বস্তু। -সই ঘূর্ণাব-র্ত প-ড় জীবন একদি-ক -যমন
স-চ-তন, অন্যদিকে তেমনি ক্রমশ জটিল হয়ে
প-ড়-ছ। -দাপাটি নামক বুদ্ধিমতী -ম-য়টি তার
শিকার। তবু তার ম-ধ্য -স দক্ষ -খ-লায়া-ড়র ম-তা
উ-ঠ আস-ত চায়া। তাই তার বিরু-দ্ধ, -য সমস্ত এ-কর
পর এক মামলা অপসারণ করার জন্য অনাস্থা
প্রস্তাব আনা, তার চরিত্র নিয়ে কলঙ্গ রটনা ইত্যাদি
যাবতীয় অস্ত্র শানি-য়ও কিন্তু তা-ক নিরস্ত্র করা
যায়নি।

একটি অঞ্চলের দু একটি ঘটনার
মাধ্য-ম গ্রামজীব-নর সামগ্রিক ধারণা করা যায়না।
আ-রা জটিল তার -চহারা, আ-রা ঘটনাবহুল গ্রাম
জীবন। টাড়বাংলার বিস্তৃত ক্যানভাস এ-স-ছ বহু
বিচিত্র ঘটনা ও উপকাহিনি। যদি আমরা প্রথমখন্ড
‘টাড়বাংলার উপাখ্যান’-ক অল্পবিস্তর আ-লাচনা
করি দেখব পঞ্চরং এর প্রসঙ্গ। -সখা-ন বালক নন্দী
নামের এক জঙ্গি বামপন্থী নেতার নেতৃত্বে চূড়ান্ত
সাফল্য -প-য়-ছ ‘অপা-রশন বর্গা’। জমিদার
রাজকিশোরের সঙ্গে বালকনন্দীর সংঘাত উপন্যাসের
সব-চ-য় দ্বন্দ্বময় অংশ। -বনা-ম সিলিং বহিভূত
জমিরাখা, চাষ করা জমি-ত, -খাকা -দওয়া, ফসল কাটা
নি-য় মারামারি-খু-নাখুনি, বর্গাসংক্রান্ত আইনজটিলতা

ইত্যাদি অনুসঙ্গ যেভাবে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাস এ-ন-ছ তাহ-য় উ-ঠ-ছ আশির দশ-কর উত্তাল গ্রামজীবনের ডকুমেন্টেশন। এই পঞ্চরংপর্বেই এ-স-ছ সাঁওতাল, গুঁরাও, -লাধা প্রভৃতি আদিবাসি সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ।

আমাদের চেনা সময়,ঘটনাক্রম ও চরিত্রগুলিও অচেনা নয়।বিশেষত মেদিনীপুর জেলার যারা মানুষ তারা অনায়াসে চিন-নি-ত পার-বন উপন্যাসে বহু চরিত্রকে।এরকম একটা চেনা আবহে একই সম-য় দাঁড়ি-য় সাহিত্য রচনা করা সত্যি চ্যালেঞ্জিং।এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।উপন্যাসটি-ত -দখি,ভারতব-র্ষর প্রথম -লাধা -গ্রজু-য়ট অকাল প্রয়াত চুনি -কাটাল-ক। এই উপন্যাস পাল্লা -কাটাল। এই পাল্লার সুত্রে লোখা জীব-নর ডি-টলিং উপন্যাস এ-স-ছ। পাল্লা -কাটাল না-ম -লাধা পরিবা-রর গরীব -ম-য়,তা-ক জীব-নরপ্রতিটি প-দ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।সামাজিক বিধি অনুযায়ী -যখন -ম-য়-দর -লখাপড়া ছিল অসম্ভব। সেক্ষেত্রে লোখাসমাজের অতি সাধারণ -ম-য়-দর পড়াশুনার কথা ভাবাই যায়না।উপন্যাস-

“-লাধা -ম-য়-দর -লখাপড়া করার সমস্যা আ-রা -বশি।-লাধা -ম-য়রা চার-পাঁচ বছর বয়স হ-য় -গ-লই তা-ক তখন -দখাশুনা কর-ত হয় তার প-রর ভাই-বান হ-ল তা-দর।তা-ক ম্লান করা-না, খাওয়া-না, ঘুম পাড়ানো থেকে শুরু করে মলমূত্র পরিষ্কার করা-সবই কর-ত হয় ওই পাঁচবছ-রর মেয়েগুলোকে।সেইসঙ্গে মায়ের সাথে সাথে কর-ত হয় সংসা-রর অ-নক কাজ।”^৫

তাই সমা-জর সা-থ সংগ্রাম ক-র স্কুল-ক-ল-জর গন্ডি -পরি-য় পাল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত -পাঁছায়।

পরবর্তী-ত সরকারি অফি-স আদিবাসী -কাটা থ-ক -স একটা -ছাট চাকরি -প-য় তার কিছুটা আর্থিক অনটন ক-ম আস-লও পুরুষতান্ত্রিক সমা-জ তার অস্তিত্ব-ক রক্ষা কর-ত তা-ক লড়াই ক-র -য-ত হ-য়-ছ।এমনকী সমাজ কল্যা-ণর জন্য সেয়েন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-

“-লাধা -ছ-ল-ম-য়রা পড়াশুনা চায়না, তা-দর মাথায় -মখা বল-ত কিছু -নই,এধর-ণর মিথ ভাঙ্গতেই পাল্লার ভেতর এহেন জেহাদ।”^৬

অনিল ভট্টাচার্য, প্রাইমারি মাস্টারমশাই লক্ষীকা-ন্তর ম-তা পুরি-ষ-দর-ক প্রতিবা-দর মাধ্য-ম -স বুঝি-য় দিতে চেয়েছে পুরুষতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজের অঙ্গুলি -হলনই তা-দর জীবন নয়। -স চায় নি-জর স্বা-ত-ন্ত্রর অধিকার,আপন অস্তিত্ব। ‘-যখন পীড়ন -সখা-নই প্রতিবাদ’-তাই সমা-জর গভী-র নারীরা -ক্ষাভ-যন্ত্রণা প্রতিরোধের অন্ধকার ভেদ করে ক্রমশ উচ্চা-ণর আ-লায় উ-ঠ আস-ছ।ফ-ল,-দখা যা-ছ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ,চাতুর্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিচিত্র বিন্যাস।ধা-প ধা-প প্রতিবাদিনী নারী বিরূপবি-শ্ব নি-জর অবস্থান খুঁ-জ নি-ত চাই-ছ।

নারীর মানসিকতা -যখন পু-রাপুরি পুরুষতন্ত্র দ্বারা অধিকৃত, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে নারী ব্যক্তি হতে পারেনা,সমাজ তাকে ব্যক্তি হতে দেয়না; -সখা-ন নারী -চতনাবা-দর কাজ হ-ছ‘Apriory’, অর্থাৎপূর্বনির্ধারিত জগৎও জীবন-ক বিনির্মাণ করা। কিন্তু, নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমা-জ তার পরিসর খুঁ-জ-ত -ঘার-ফরা কর-ত থা-ক কখ-না -দাপাটি,আবার কখ-না বা পাল্লা -কাটাল না-ম।তবু তা-দর ম-তা প্রান্তিকায়িত নারীরা একদি-ক ধনতান্ত্রিক প্রতাপ আর অন্যদি-ক পুরুষতান্ত্রিক প্রতা-পর বিরূ-দ্ধ লড়াই ক-র যায় অহরহ। তিনি খুব নিখুঁতভা-ব টাড়াবাংলার ম-তা অব-হলিত স্ত্র-নর আদিবাসী নারী-দর ম-ধ্য নারী স্বা-তন্ত্র, নারী জাগরণ ও তা-দর আত্মপ্রতিষ্ঠা স্বয়ংসম্পূর্ণ ক-র -তালার প্র-চেষ্টা চালি-য়-ছন। তাই -দখি, রা-জ্যর এক তৃতীয়াংশ নারী শক্তির হাতে শাসিত এবং এই নতুন শাসকের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় গ্রামবাংলার -চহারা এখন কীরূপ ধারণ ক-র।তার আজন্ম লালিত সংস্কার,তার মূল্য-বাধ ও বিশ্বাস পুর-না কাঠা-মা অটুট -র-খও তার কী বিবর্তন।

উপন্যাস -দখি জমিদারত-ন্ত্রর জয়গায় এ-স-ছ পাটিত-ন্ত্রর প্রতাপ। মূলত: বিশ শত-কর -শষ তিনদশ-কর সময়সীমার উ-ল্লখ পাওয়া যায়।নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে জমি সংস্কারের -ঠলায় -যমন ভূমিহীন জমি পাচ্ছি -তমনি ভূস্বামীর জমির পরিমাণ ক-মর দি-ক। তারফ-ল, পরি-বশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গরিব মানুষগুলির মধ্যে, লড়াইটা -জারদার হ-ছ।তা-ত ইন্ধন -জাগা-ছ রাজনীতি। ধান চাষ -ফ-র তার এ গ্রামটি-ক প্রতীক হিসা-ব ধরে নিলে বলা যায় সর্বত্র এখন এই অসুখ। -লখক গুট ক্ষয়িষ্ণু -সই অসু-খর দিকটা -চা-খ আঙুল দি-য় দেখিয়েছেন উপন্যাসত্রয়ীর ভিতর দিয়ে। তাছাড়া,

প্র-ত্যকসু-রর প্রধা-নর -মাট আস-নর এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও সে তার অধিকার ব্যবহা-র তা-ক পুরুষজাতির বৈষম্যমূলক আচরণ সহ্য কর-ত হয়।

পাঠক হি-স-ব আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম্যস্থানীয় স্বয়ংশাসনের প্রধান দুটিরূপে ব্যাখ্যাত হয় গ্রামপঞ্চায়েত ও অঞ্চলপঞ্চায়েতে আকারে। যদিও স্বয়ংশাসন ঐতিহ্য গ্রামসমা-জ সুদূর অতীতকাল -থ-কই চ-ল আসছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, স্বাধীনতা পূর্বকা-লর গ্রাম্য স্বয়ংশাসন ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজী একাধিকবার গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন-

“প্র-ত্যক গ্রাম-ক হয় একটি সাধারণত-ন্ত্র পরিণত কর-ত হ-ব, আর নয় পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক একটি পঞ্চায়েত সেখানে

স্থাপন কর-ত হ-বা’^৭

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর স্বাধীন ভার-তর সংবিধা-নর স্থানীয় স্বয়ংশাস-নর -কা-না উ-ল্লখ ছিলনা।

১৯৭৭ সা-ল ক্ষমতার বি-কন্দীকরণ এবং প্রশাস-নর জনঅংশ গ্রহ-নর দায়বদ্ধতা -ঘাষণা ক-র পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিল সিপিআই (এম) এর -নত-ত্ব বামফ্রন্ট। ১৯৭৮ সা-ল রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর -থ-ক বামফ্রন্টের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিত পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনটিকে মূল আইন হি-স-ব -র-থ বামফ্রন্ট সরকার প্র-য়াজন অনুযায়ী একাধিকবার এই আইনটি-ক সং-শোধন ক-রা ৭৩তম সংবিধান সং-শোধনীর -প্রক্ষাপ-ট মহিলা,তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষন এবং গ্রামসভা, গ্রামসংসদ এবং গ্রা-মালয়ন সমিতি গঠনের মধ্যদিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কাঠা-মাগতদিক -থ-ক গণতান্ত্রিক হ-য় উঠেছিল। প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েত প্রধানের মোট আস-নর এক তৃতীয়াংশ নারী-দর জন্য (তপশিলি জাতি/উপজাতি নারীসহ) সংরক্ষিত ছিল। এমনকী, গ্রাম ও ব্লকসু-র সাধারণ সদ্যস ও প্রধা-নর আসন সংরক্ষ-ণর বাই-রও নির্বাচ-ন নারী-দর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ছিল।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ত্রয়ী উপন্যা-সর মাধ্য-ম সময় ও সমাজ-ক এক সমগ্রতায় ধ-র রাখ-ত -প-র-ছন। ঔপন্যাসিক বল-ত তিনি

শুধুমাত্র সময়ের ভাষ্যকর নন, তিনি ইঙ্গিত সম-য়র প্রস্তাবকও। অর্থাৎ আমরা -যভা-ব সময়-ক বু-ঝনি-য় থাকি ঔপন্যাসিক তা-ক মান্যতা -দওয়ার জন্য শুধু উপন্যাস -ল-খন না বরং তিনি আমা-দর -দখা-ত -শখান যা আমরা -দখিনি বা -দখ-লও ভুল -দ-খছি। তিনি জগৎ ও জীবন-ক -দখ-ত -শখান রূপ ও রূপান্ত-রর মধ্য দি-য়, ক্ষয় ও বিস্তা-রর মধ্য দি-য় এমনকী বিবরণ ও বি-শ্লষ-ণর মধ্যদি-য়।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে যে দু-তিনটি অগ্রবর্তী দশক-ক -প-য়-ছন,-সই সময় বাংলাগ-ল্পর শরী-র -য পরিবর্তন ঘটছিল, বলাবাহুল্য, এই পরিবর্ত-নর -পছ-ন ছিল অ-নক ভাঙাগড়ার পর্ব এবং প্রতিটি প-র্বর উৎস ছিল তৎকালীন আর্থসামাজিকতার গর্ভগৃহ। দশবিভাগ, অসমপূর্ণ স্বাধীনতা, স্বাধীনতার উত্তরকালের স্বপ্নভঙ্গ, স্বপ্নভঙ্গের অনিবার্য ফসল, সামাজিক জীব-নর অস্থিরতা, নতুন ক-র সামাজিক বিন্যা-সর -মরু-করণ, রাজনৈতিক মানচিত্রের দ্রুত রং বদল-এইসব আর্থসামাজিক উপাদানগুলিকে ঘিরে ব্যক্তি এবং সমষ্টির বিপন্নতা, সংগ্রাম উদাসীনতা এই সম-য়র গল্পকার-দর হা-ত গ-ল্পর শরী-র ঘট-ত যায় ব্যাপক ভাঙচুর। প্রায়শই গ-ল্পর -প্রক্ষি-ত এবং বিস্তার ঘট-ত থাকে ব্যক্তিকে ঘিরেই। সমষ্টিকে পেছনে রেখে গল্পের সীমিত পরিসরে ব্যক্তির মাধ্যমেই সমগ্র -প্রক্ষাপণ ঘট-ত থা-কাফ-ল গ-ল্পর ম-ধ্য উপস্থিত খুবই ক্ষীণ হ-ত শুরু ক-রা -দ-বশ রায় -থ-ক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যা-য়র প্রথম দিকের গল্পে ব্যক্তি মানসের যে প্রোজেকশন পাই, তা অ-নকটাই সমষ্টির -চতনার একটি খন্ডিত প্রকাশ। এরপ-র আ-স ‘হাথরি আ-ন্দালন’ নিম সাহিত্য আ-ন্দালন’ শাস্ত্রবি-রাধী গণআ-ন্দালন’ এসব মিলি-য় মিশি-য় এবং নানা দ্বন্দ্বিক সমাহা-র -য ক্ষেত্রভূমি রচিত হয়েছিল, সেই ক্ষেত্রভূমিকে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ ক-র-ছন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম-য়র গল্পকা-ররা।

চূড়ান্ত বিচা-র রাজনীতি হ-চ্ছ -শ্রীদ্বন্দ্ব কিস্তু বাংলা উপন্যা-সর সূচনাকা-ল ও পরবর্তী সম-য়ও আমরা -য রাজনীতির চর্চা -দখি তা -শ্রীদ্বন্দ্ব-ক তু-ল ধ-রনা। স রাজনীতি মূলত -শ্রীদ্বন্দ্ব-র্থর। ঔপন্যাসিকরা সক-লই মধ্য -শ্রীর কা-জই তাঁ-দর রাজনৈতিক চিন্তায় তাঁদেরই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন। বঙ্কিমচন্দ্র উ-ল্লখ ক-রছি-লন -য-

“আধুনিক ভারতবর্ষ উচ্চ-শীল-লা-কর
অবনতি ঘটায়-ছ, শূদ্র অর্থাৎ প্রজার একটু
উন্নতি ঘটায়-ছ।”^৮

তাঁর বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচার আবশ্যিক কিন্তু বুঝা
-গল, এই অনুভূতি বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রেণীর অন্তর্গত
-সই -শ্রেণীর জন্য সত্য।

রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে
-নতৃত্ব,কার -নতৃত্ব আ-ন্দালন হ-ব? -দখা যায়
বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির সুশিক্ষিত
-নতৃত্ব বিশ্বাস -র-খ-ছনারবীন্দ্রনাথ -নতৃত্ব তুল
দিতে চেয়েছেন উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবিভূতের
হাতে,শরৎচন্দ্র যেন বঙ্কিমচন্দ্রের পথের
পথিকাতারশঙ্কর প্রথমদিকে সাম্যবাদের প্রভাবে
নেতৃত্ব অর্পন করেছিলেন নিম্নবিভূতের হাতে ভার তুলে
দি-য় নিশ্চিত হ-য়-ছনাভিন্নপ-ক্ষ,মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যায়
ব্যক্তি নেতৃত্বে বিশ্বাস করেননা। কারণ, তাঁর ম-ত
ব্যক্তি ক্ষমতাহীন এবং মধ্যবিভূত শ্রেণীর অবক্ষয়
অনিবার্য।তাঁর কা-ছ -নতৃত্ব আ-পক্ষিক,প্র-য়াজন
অনুসা-র -নতার উদ্ভব হয় ব-ল তাঁর বিশ্বাস।এই
-নতা শ্রমজীবীও হ-ত পা-রা। মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যায়
মতে,শিক্ষিত মধ্যবিভূতের পক্ষেও নেতৃত্ব দেওয়া
সম্ভবপর।কিন্তু তার সঠিক -নতৃত্ব দা-নর পূর্বশর্ত
হল -শীলচূতি।

ঔপন্যাসিক তপন ব-ন্দ্যাপাধ্যায়
রাজনীতি সম্বন্ধে স-চতন ছি-লন। কারণ, তিনি
হ-লন বাস্তবাদী লেখক।তাঁর টাঁড়বাংলার ত্রয়ী
উপন্যাস বর্তমান সম-য়র গ্রামবাংলার
সমাজচিত্র।গ্রামজীবনের রঞ্জে রঞ্জে রাজনীতির
-খাঁটা।সাধারণ মানুষ-দের ম-ধ্যও রাজনীতির -মরুৎকরণ
ঘ-ট-ছা-লখ-কর উপন্যাস রাজনীতি সম্প-র্ক,
রাজনৈতিক দল সম্প-র্ক উদাসীন হ-য় -বঁ-চ থাকা
যায়না।

অন্যদি-ক যাঁরা রাজনৈতিক বাস্তবতা -থ-ক
দূ-র স-র থাক-ত -চ-য়-ছন তাঁ-দের ম-ধ্য কাব্য
প্রবণতা অধিক পরিমা-ন -দখ-ত পাওয়া যায়।-যমন-
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম-

উল্লেখসূত্র:

১. তপন ব-ন্দ্যাপাধ্যায়, সাহিত্য,চলচ্চিত্র এবং.....জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, ২০১০, কলকাতা, পৃ:৩৭
২. Shanta K in adohli Chandra;A study of women in administration:A Situational Analysis,1997,delhi,voll-xiii,p-231
৩. তপন ব-ন্দ্যাপাধ্যায়, সাহিত্য, চলচ্চিত্র এবং.....অনুরূপ পৃ:৩৭
৪. তপন ব-ন্দ্যাপাধ্যায়, ‘টাঁড়বাংলার রূপাখ্যান’, -দ’জ পাবলিশিং, ২০০৩, কলকাতা, পৃ:১০৮-১০৯

রাজনীতি সম্প-র্ক উদাসীন ছি-লননা।তাঁর প্রধানত
গ্রামজীবন নি-য় লি-খ-ছন কিন্তু গ্রামজীবন-র -য
সামাজিক চিত্র দিয়েছেন তা রাজনীতি
বিবর্জিত।ভগীরথ মিশ্র একদি-ক সময় ও পরিস-রর
উপস্থিতি এবং অন্যদি-ক মানুষ-র বিবর্তনশীল
-প্রক্ষিত ও প্রয়োগভূমি -দখি-য়-ছন। তাঁর উপন্যাস
অন্তর্গত ‘নীল-স্রাত’ (১৯৯০) -থ-ক
‘জানগুরু’(১৯৯৪) পর্যন্ত শেকড় -থ-ক বিচ্ছিন্ন
মানু-ষর গন্তব্যহীন মিছিল -দখা
যায়না।উদাহরণস্বরূপ‘তরুর’(১৯৯২)-ত -দখ-ত
পাই,গ্রামীণ অর্থনীতির নিয়ন্তারা কিভা-ব -শ্রেণীস্বার্থ
অটুট রাখার জ-ন্য রাষ্ট্রীয় প্রতা-পর পতাকাবাহী
রাজনীতির শরিক থা-ক চিরকাল, ভগীরথ মিশ্র এই
রাজনৈতিক বার্তা ছড়ি-য় দি-ত -চ-য়-ছন তাঁর
রচনায়। ‘মৃগয়া’ (১মখন্ড-১৯৯৬, ২য়খন্ড-১৯৯৭,
৩য়খন্ড-১৯৯৮) অন্যতম উদাহরণ।

যু-গর বদল ঘ-ট-ছ, নারী সমা-জর
উন্নতি,সমা-জর সাধারণ উন্নতি -থ-ক বিচ্ছিন্ন -কা-না
ব্যাপার নয়। বস্তুতপ-ক্ষ, নারী-দের
রাজনীতি,অর্থনীতি-ত অংশগ্রহ-ণ -দ-শর কতটা
অগ্রগতি হ-চ্ছ তা দি-য়ই -দ-শর সামগ্রিক অগ্রগতি
পরিমাপ করা যায়।ত-ব,যু-গর বদ-লর সা-থ সা-থ
সমাজ বিকা-শর ফ-ল আভিজাত্যপূর্ণ বা উচ্চ
সম্প্রদা-য়র নারীরা কিছুটা সু-যোগ সুবিধা -ভাগ
কর-লও নিম্ন সম্প্রদা-য়র নারীরা অব-হলা ও
অবজ্ঞার শিকার হয়েছে চিরকাল।১৯৯২ সালের পরে
যে সমস্ত রাজ্যে নারীদের জন্য ত্রিস্তরী পঞ্চায়েত
নির্বাচন সংঘটিত হয় -সখা-ন তপসিলী
জাতি/উপজাতি নারীসামা-জর প্রতিনিধি।তার মধ্য
দি-য়ই তপন ব-ন্দ্যাপাধ্যায় এই অব-হলিত নারী
সমা-জর চিরাচরিত পর্দাসীন প্রথা -থ-ক সামাজিক,
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সেইসঙ্গে পঞ্চায়েত থেকে
-পীরসভা প্রভৃতি স্মৃ-ন তা-দের স্বাধিকা-রর তথা
ক্ষমতার অধিকা-রর কথা তুল ধ-র-ছন পাঠক
মহ-লর সাম-ন।

৫. তপন বন্দ্যোপাধ্যায়; 'টাঁড়বাংলার উপাখ্যান' -দ'জ পাবলিশিং, ২০০০, কলকাতা, পৃ: ১১৬

৬. তপন বন্দ্যোপাধ্যায়; 'টাঁড়বাংলার উপাখ্যান', অনুরূপ পৃ: ১১৪

৭. আমার খ্যা-নর ভারত, অনুবাদ: শৈ-লশ কুমার, অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ: ২৭

৮. ভারতব-র্ষর স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৮৫, কলকাতা, পৃ: ২৪৫
